আজকের কাগজ

তারিখ 26 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলা বিভাগে ব্যাপক অনিয়ম

নজমুল কবির শিপন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগে ব্যাপক অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লাইব্রেরী সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের তৃতীয় তলার ওপর চতুর্থ তলা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ জন্যে প্রায় ১ কোটি টাকার একটি মূল্যায়ন তৈরি করে টেন্ডার আহবান করা হয়। কিন্তু কোনো একটি ভবনের ওপর নতুন কোনো তলা নির্মাণ করতে হলে সেই ভবনের ভিত্তি পরীক্ষা করতে হয়। ভিত্তিটি অতিরিক্ত তলা বহন ক্ষমতা সম্পন্ন হলেই কেবলমাত্র নকশা প্রণয়ন এবং টেন্ডার আহবান করা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়াই অনেকটা তড়িঘড়ি করে টেন্ডার আহবান করা হয়। ঠিকাদার যথারীতি কর্মস্থলে নির্মাণ সামগ্রী এনে সবরকম প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেন।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহল থেকে গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি পরীক্ষা না করেই কাজ শুরু করার ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়, ভিত্তি পরীক্ষা করার দাবি ওঠে জোরালোভাবে। এ দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের একটি টিম দিয়ে তদন্ত করান। তদন্ত কমিটি লাইব্রেরী ভবনের ভিত্তি পরীক্ষা করে এ ভবনের ওপর চতুর্থ তলা নির্মাণ করা যায় না বলে রিপোর্ট প্রদান করেন। এই ভিত্তির ওপরই চতুর্থ তলা নির্মাণ করা হলে যে কোনো সময় ভবন ধসে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী আমীর হোসেন এই চতুর্থ তলা নির্মাণের পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় নকশা ও মূল্যায়ন তৈরি করেন। তার এই অবহেলা ও অবিবেচনা প্রসূত কাজের ফলে সে কোনো সময় বিপুল প্রাণহানি ঘটতে পারতো। ওই প্রকৌশলী-এর আগে জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার সঙ্গেও জড়িত ছিলো বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। ওই দুর্ঘটনায় ৩৯ জন ছাত্র নিহত হয় এবং ৩৭ জন সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যায়। তিনি তখন জগন্নাথ হলের টিভি রুম পুনঃনির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন। এ দুর্ঘটনার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিনিসহ দুই জন প্রকৌশলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। ঘটনা তদন্তের জন্যে অধ্যাপক মফিজ আহমেদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অদক্ষতার জন্যে দায়ী করে। কিন্তু এক রহস্যজনক কারণে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশেষ এক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রকৌশলী আমির হোসেনকে দুর্ঘটনার সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালের জগন্নাথ হল ট্রাজেডির পর লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও সে একইরূপ অবহেলা ও অদক্ষতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলে সূত্র জানায়। এ অবহেলার কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে।